3 JAN 2017

সংবাদ

তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে র‍্যাংকিংয়ে আনা হচ্ছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে প্রথমবারের মতো সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে আনা হচ্ছে র‍্যাংকিংয়ের আওতায়। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা ভালো স্কুল-কলেজের সঠিক তথ্য জানতে পারবে। দেশের ৩৬ হাজার সরকারি, এমপিওভুক্ত ও বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মাদ্রাসা, কলেজ ও কারিগরি প্রতিষ্ঠানকে পাঁচটি ক্যাটাগরিতে ভাগ করা হচ্ছে। অসাধারণ, অতি উত্তম, উত্তম, চলতিমান ও নিম্নমান এই পাঁচটি ভাগে ভাগ করা হবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে। আজ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদফতরে (ডিআইএ)

তথ্যপ্রযুক্তির : পৃষ্ঠা : ২ ক : ২

তথ্যপ্রযুক্তির : মাধ্যমে

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

আনুষ্ঠানিকভাবে 'পিয়ার ইন্সপেকশন সফটওয়্যারের ডেমো' প্রদর্শন করা হবে। এই সফটওয়্যারের মাধ্যমেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্যাটাগরি করা হবে। ১৪টি মানদণ্ডের ভিত্তিতে এই ভালো-মন্দ নির্ধারণ করা হবে।

এছাড়াও সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিস্তারিত তথ্যও পাওয়া যাবে এক ক্লিকে। এতে শিক্ষা প্রশাসন অফিসে বসেই শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের হাজিরাসহ সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আপডেট তথ্য জানতে পারবেন।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ আজকের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি থাকবেন। একইসঙ্গে ডিআইতে নবনির্মিত শেখ রাসেল স্মৃতি সম্মেলন কেন্দ্র, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বায়োমেট্রিক অ্যাটেনডেন্স এবং ভাষা আন্দোলন, ঐতিহাসিক ৭ মার্চ ও ডিজিটাল বাংলাদেশের মূর্যাল উদ্বোধন করবেন মন্ত্রী।

জানা গেছে, দেশে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা প্রায় ৩৬ হাজার। কিন্তু ডিআইএর পক্ষে প্রতি বছর আড়াই হাজারের বেশি প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করা সম্ভব হয় না। ফলে এক প্রতিষ্ঠান একবার পরিদর্শন হলে ১০ বছরের মধ্যে সেখানে আর পরিদর্শনের সুযোগ থাকে না। এতে প্রতিষ্ঠানগুলো নানা অনিয়মে জড়িয়ে পড়ে। এমনকি এসব প্রতিষ্ঠানের কোন আপডেট তথ্যও কারো কাছে পাওয়া যায় না।'

সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে নিয়মিত পরিদর্শনের আওতায় আনতে ডিআইএ পিয়ার ইন্সপেকশনের (এক প্রতিষ্ঠান আরেক প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে নিরীক্ষণ) কাজের সূচনা করে। এ লক্ষ্যে গত বছরের জুন ও অক্টোবর দুটি কর্মশালা করা হয় এবং একটি সেন্ট্রাল ওয়েবসাইট করা হয়। পাশাপাশি ঢাকার পাঁচটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাইলট প্রকল্প শুরু হয়। পাইলট প্রকল্প সফলভাবে সম্পন্ন করার পর আজ ডেমো প্রদর্শন করবে ডিআইএ।

এ ব্যাপারে ডিআইএ'র যুগ্ম-পরিচালক বিপুল চন্দ্র সরকার বলেন, 'মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ ও ভিশন ২০২১ বাস্তবায়নে আমরা কাজ করছি। আমরা শিক্ষা ব্যবস্থায়ও ডিজিটালাইজেশন করতে চাই। এজন্যই মূলত এ উদ্যোগ। আমরা ডেমো প্রদর্শন করব। এই কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে পরিচালনার জন্য মন্ত্রণালয়ের কাছে অনুমোদন চাইব। আমাদের সবকিছু প্রস্তুত আছে। মন্ত্রণালয় অনুমোদন দিলে দুই-তিন মাসের মধ্যেই পুরোপুরি কাজ শুরু করতে পারব।'

কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ডিআইএর সেন্ট্রাল সফটওয়্যারে ৩৬ হাজার প্রতিষ্ঠানের প্রতিটির জন্যই পেজ বরাদ্দ রয়েছে। সেখানে প্রতিদিন প্রতিষ্ঠানগুলোকে তথ্য আপডেট করতে হবে। ভালো-মন্দ প্রতিষ্ঠান নির্বাচনের জন্য ১৪টি মানদণ্ডও নির্ধারণ করা হয়েছে। যেগুলোও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে নিয়মিত আপডেট করতে হবে। বছর শেষে এই মানদণ্ডের ভিত্তিতেই ক্যাটাগরি নির্ধারণ করা হবে।

১৪টি মানদণ্ড হলো- প্রতিষ্ঠান প্রধানের কার্যক্রম মূল্যায়ন, শিক্ষকদের পেশাদারিত্ব মূল্যায়ন, শিক্ষার্থী কৃতিত্ব মূল্যায়ন, শিক্ষকের গোপনীয় অনুবেদন, ক্লাস রুটিন পর্যালোচনা, শিক্ষক ও শিক্ষার্থী সমাবেশ, শ্রেণীকক্ষ, পরিবেশ, স্যানিটেশন ও সাতার, শিক্ষার্থীদের আসন ব্যবস্থা, মিলনায়তন সংক্রান্ত তথ্য, পাঠাগার, বিজ্ঞানাগার, কম্পিউটার ল্যাব, শিক্ষার্থীর ভাষা ব্যবহারের দক্ষতা যাচাই এবং আয়-ব্যয় বিবরণী। এই কার্যক্রমের আওতায় পিয়ার ইন্সপেকশনের মাধ্যমে এক প্রতিষ্ঠান আরেক প্রতিষ্ঠানের প্রধান বছরে একবার নিরীক্ষা করবেন।